দৈনিক ইত্তেফাক

JAN 1 2 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

জাতীয় গ্রন্থবর্ষ এবং শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থান

এ বছরের প্রথম দিনটি গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য ছিল একটি আশাব্যঞ্জক দিন; কারণ এ দিনটিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বছরটিকে 'জাতীয় গ্রন্থবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘোষণাটি অত্যন্ত যুগোপযোগী হয়েছে বিধায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং বর্তমান সরকারকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও সাধুবাদ। শিক্ষার প্রধান উপকরণ গ্রন্থ বিধায় শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এ ঘোষণায় খুশী হয়েছেন। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর হ'ল-শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার কার্যক্রম অবিলম্বে শুরু করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের ৪৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছে। আশা করা যায় এ কমিটির সুপারিশক্রমে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম শিগগিরই গ্রহণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ১ জানুয়ারী তারিখের বক্তব্যে যথার্থই উল্লেখ করেছেন, দেশে গ্রন্থ উন্নয়নের সাথে গ্রন্থাগার উন্নয়নের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অপরদিকে যে-কোন শিক্ষালয়ে গ্রন্থাগার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অতএব, জাতীয় গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ এ উভয় ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। তাই আশা করা যায় এ কমিটি শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগারগুলোর উন্নয়নের জন্যও বিশেষ সুপারিশ পেশ করবে।

উন্নত বিশ্বে গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ মর্যাদা থাকলেও আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত গ্রন্থাগারিকদের তেমন মর্যাদা দেয়া হয় না। তাই আমাদের দেশে কোন গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠন করার সময় হয়তো গ্রন্থাগারিকদের কথা চিন্তা করা হয় না। গ্রন্থাগারিকরা এতই অবহেলিত যে, মহাবিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকের শ্রেণীভুক্ত করা হলেও শিক্ষকদের ন্যায় তাদের পদোন্নতি এবং বেতন স্কেল বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা নেই। প্রভাষকরা নিয়োগের ২ ও ৮ বছর পরে এবং ১ঃ২ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পরবর্তী উচ্চতর স্কেল প্রাপ্ত হলেও গ্রন্থাগারিককে চাকরির শুরু থেকে শেষ অবধি একই বেতন স্কেলে কাজ করে যেতে হয়। এ কেমন প্রহসন! শিক্ষাগত সম-যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকরা যখন দেখেন, তাদের অনেক পরে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে কয়েক বছর যেতে না যেতেই কেউ তাদের চেয়ে অনেক বেশী বেতন পাচ্ছেন তখন স্বভাবতঃই তারা তাদের পেশার প্রতি এবং গ্রন্থাগারের উন্নয়নের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

গ্রন্থাগার পরিচালনায় সরাসরি জড়িত থাকেন গ্রন্থাগার কর্মীরা। গ্রন্থাগার কর্মীদের উপেক্ষা করে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন আদৌ সম্ভব নয়। আবার গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ভিন্ন একদিকে যেমন শিক্ষাক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়; অপরদিকে গ্রন্থবর্ষ ঘোষণাও অনেকাংশে অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই প্রস্তাব করছি, যেহেতু শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার কমিটিতে কোঅপট করার সুযোগ রয়েছে, সেহেতু গ্রন্থাগারের যথার্থ উন্নয়নকল্পে, এই গ্রন্থবর্ষে উক্ত কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় পর্যায়ের অন্তত দু'জন গ্রন্থাগার কর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। উক্ত কমিটির সুপারিশে গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, গ্রন্থাগার কর্মীদের পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের সম্পূর্ণরূপে শিক্ষক হিসেবে গণ্য করে পদোন্নতির ব্যবস্থাসহ সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপারেও যেন যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়। ভবিষ্যতে জাতীয় লাইব্রেরী কমিশন গঠনের যে পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের রয়েছে সেখানেও যেন অবশ্যই গ্রন্থাগারিকতা পেশা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ডমিনিক রবি বাড়ৈ,
নটরডেম কলেজ,
মতিঝিল, ঢাকা ১০০০।